বিশ্ব মা দিবসে রোববার উত্তরা আনোয়ারা-মান্নাফ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা মায়ের পা ধুয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যুগান্তর

মায়ের প্রতি ভালোবাসার অনন্য নজির

ওরা কাঁদল-কাঁদাল

শিপন হাবীব

সকাল সাড়ে ৯টা। রাজধানীর উত্তরা আনোয়ার-মান্নাফ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাইকে 'ওগো মা তুমি শুধু মা/পৃথিবীতে নেই তোমার তুলনা' গানটি বাজছিল। আগে থেকেই স্কুল প্রাঙ্গণে প্লাস্টিকের চেয়ার আর পিঁড়ি দুই সারিতে রাখা ছিল। মাঝখানে রাখা হয় পানির পাত্র, সাবান আর তোয়ালে। স্কুল প্রাঙ্গণ ঘেঁষে থাকা আবাসিক ভবনগুলোর ছাদ, বারান্দায় সব বয়সীদের ভিড়। সকাল সাড়ে ১০টায় শিক্ষার্থীদের মায়েরা নির্ধারিত চেয়ারে বসেন। এরপরই ছুটে যায় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। তার নিজ নিজ মায়ের দু'পা পাত্রে ভিজিয়ে ধুতে শুরু করে। মাইকে তখন করুণ সুর। কোনো কোনো শিক্ষার্থী মায়ের পা ধুয়ে বারবার চুমু খাচ্ছিল। কেউ আবার ওড়না দিয়ে পা মুছে দিচ্ছিল। এমন সময় আদরের সন্তানদের জড়িয়ে কান্না করছিলেন মায়েরা। আর এ দৃশ্য দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন শিক্ষক, শিক্ষিকাসহ অতিথিরা।

রোববার বিশ্ব মা দিবসটি এভাবেই পালন করেছে স্কুলটির ক্ষুদে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা। দিবসটি উপলক্ষে স্কুলে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান ইকবাল করিম ভূঁইয়া। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মেজর (অব.) খন্দকার নুরুল আফসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

মায়ের প্রতি ভালোবাসার নজির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাইস চেয়ারম্যান সোমা নাসরীন, নিলুফার আখতার, পরিচালক খন্দকার জুনায়েদ তামিম ও অধ্যক্ষ আবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলের শিক্ষার্থী সালমা আক্তার স্বর্ণা যখন তার মা পিয়ারা বেগমের পা ধোয়ার সময় চুমু খাচ্ছিল তখন তার চোখের পানি গড়িয়ে মায়ের পায়ে পড়ছিল। এ সময় পিয়ারা বেগম কিছুক্ষণ দু'চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছিলেন আর বলছিলেন, 'আল্লাহ তুমি দেখ, তুমি দেখ।' তিনি সন্তানের কপালে চুমুও খাচ্ছিলেন। শিক্ষার্থী স্বর্ণা জানায়, মাই তার সব। মায়ের জন্যই পড়াশোনা করতে পারছে। মা ছাড়া সে বাঁচবে না।

৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র তানভীর যখন তার মা সালমা বেগমের পা ধুয়ে দিচ্ছিল, তখন হাউমাউ করে কাঁদছিল তার মা। বুকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, 'আল্লাহ আমার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করো।' সালমা বেগম বলেন, 'সন্তান প্রতিটি মায়ের কাছে অমূল্য সম্পদ। সন্তান যখন মাকে আদর করে 'মা' বলে ডাকে, তখন বুক ভরে ওঠে। মা দিবসে এমন একটি অনুষ্ঠান করায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।'

৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী নুসরাত ফারিহা তার মা রৌশনারা বেগমকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছিল। দু'জনের কণ্ঠে কোনো কথা নেই, কিন্তু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলের শিক্ষিকা আইভী সুলতানা চোখে পানি ধরে রাখতে পারেননি। আইভী বলেন, 'পৃথিবীর সব মানুষ যদি শুধু মা-বাবার প্রতি দায়িত্ববান হতেন তাহলে পৃথিবীতে যুদ্ধ-হানাহানি থাকত না।'

৭ম শ্রেণীর ছাত্রী হাসনা হেনা হাসি 'মা' মনি বেগমকে জড়িয়ে ধরে বলছিল, 'মা আমি আর কোনোদিন তোমার কথার অবাধ্য হব না। ঠিকমতো পড়াশোনা করব।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইকবাল করিম ভূঁইয়া বলেন, 'এমন অনুষ্ঠান এর আগে কখনও দেখিনি। আমি মুগ্ধ। আশা করি ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা এ দিবসের মধ্য দিয়ে জীবন সুন্দর করে নেবে। মায়ের প্রতি দায়িত্ববান হবে। কারণ মা-বাবার আশীর্বাদ ছাড়া পৃথিবীর কেউ সুখী হতে পারে না।'

খন্দকার নুরুল আফসার বলেন, 'প্রতিটা সন্তানকে সর্বপ্রথম তার মা-বাবার আদর্শে মানুষ হতে হবে। মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য প্রতিটি সন্তানের ফরজ কাজ। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা হচ্ছে।'

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর
১৭৫